দৈনিক সংবাদ

তারিখ 8 APR 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

015

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কুড়িগ্রাম জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

কুড়িগ্রাম, ৪ঠা এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-- কুড়িগ্রাম জেলার মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত। উক্ত বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ অন্যান্য আসবাবপত্রের সংকট, অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরি, শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় মোট ৯১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে উচ্চ বালক বিদ্যালয় রয়েছে ৮১টি এবং উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে ১০টি। সমগ্র কুড়িগ্রাম জেলায় মাত্র ১টি সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় এবং ২টি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। জেলার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৯টি। জেলার ১৩৩টি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী ও উপজেলা সদরে অবস্থিত ৩/৪টি বিদ্যালয় বাদে প্রায় সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংকট রয়েছে।

জেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন থেকে সংস্কার না করায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। অনেক বিদ্যালয়েরই শ্রেণী কক্ষের বেড়া নেই, ছাউনি খুলে পড়েছে। এছাড়া যেসব স্কুল ঝড়ে কিংবা অন্য কোন কারণে পড়ে গেছে সেগুলো আর মেরামত করা হয়নি। এছাড়া সংস্কারের অভাবে বহু কয়েকটি বিদ্যালয় ভবনে বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কারবিহীন উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়গুলো হলো কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার চাকেনদা খান পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, সেনের খামার বিদ্যালয় ও মধাকুমারপুর উচ্চ বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী উপজেলার মেওয়াশী উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও খামনডাংগা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজারহাট উপজেলার পাঞ্জাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় ও সিংগীমারী উচ্চ বিদ্যালয়। এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এক রকম খোলা আকাশের নীচে বসেই ক্লাস করতে হয়। জেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার, বেঞ্চ ও ব্লাকবোর্ড নেই। শিক্ষা উপকরণের অভাবে এইসব স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অপর দিকে ৩/৪টি বিদ্যালয় বাদে প্রায় সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠাগার নেই। শরীরচর্চা ও ক্রীড়া অনুশীলনের উপযোগী মাঠ ও উপকরণ নেই। উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই খাবার পানির কোন ব্যবস্থা নেই, পায়খানা ও প্রস্রাবখানার একই অবস্থা।

এসব বিদ্যালয়ের বড় সমস্যা হলো শিক্ষক সংকট ও তাদের বেতন সমস্যা। জেলার ৯১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ৯৮৫ জন। আর ৩৯টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে ১৯১ জন। তুলনামূলকভাবে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক সংকট রয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে অধিকাংশ শিক্ষকই তাদের নিয়মিত বেতন পান না। জেলার প্রায় শিক্ষকের ৯/১০ মাসের বেতন বাকী পড়ে রয়েছে। এমন কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শুধু সরকারী অনুদানের ৬০ ভাগ টাকা নিয়েই শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু সেই অনুদানের টাকাও নিয়মিত পাওয়া যায় না। আর বিদ্যালয়ের তরফ থেকে তাদের বেতন দেয়া হয় না বলা চলে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক, কাগজপত্র, অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সংকট ও স্কুলের মাসিক বেতন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে জেলায়

এবং বজরা পূর্বপাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের ওপর নির্ভর করতে হয়।